124

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৭ ...

এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন

মাইনুল হাসান ও আনোয়ার আলদীন ॥ আগামী ১৬ই এপ্রিল হইতে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। এ বছর পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারা দেশ হইতে মোট ৭ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। আগামীকালের অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচী পরীক্ষা কার্যক্রমের উপর যাহাতে কোন প্রভাব ফেলিতে না পারে সে ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডগুলি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। পুলিশ গতকাল এক প্রেস

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষার

(প্রথম পৃঃ পর)

বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের ২০০ গজের মধ্যে একত্রে ৪ ব্যক্তির উর্ধ্বে জমায়েত ও চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। জানা গিয়াছে ঢাকা বোর্ডে এ বছর সর্বাধিক ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিতেছে। যশোর বোর্ড হইতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬১৮ জন, রাজশাহী বোর্ড হইতে প্রায় ২ লক্ষ, কুমিল্লা বোর্ড হইতে প্রায় দেড় লক্ষ এবং চট্টগ্রাম বোর্ড হইতে ৬২ হাজার ২৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার অংশ নিতেছে। অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পাঁচ বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের বিভিন্ন থানা হেড কোয়ার্টারেই অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়াছে, প্রবেশপত্রে কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট বোর্ড সংশোধন করিয়া দিবে।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ ইতিমধ্যে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ডিও লেটারযোগে প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে অবহিত করিয়াছেন। নির্দেশে বলা হয় যে, প্রশ্নপত্র মিলাইবার অজুহাতে পরীক্ষার দিনের পূর্বে কোন অবস্থাতেই প্রশ্নপত্রের ট্রাংক খোলা যাইবে না। প্রশ্নপত্রের ট্রাংক খোলা এবং পুনরায় সীলগালা করার সময় টিএনও, ট্রেজারী অফিসার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। পত্রে বলা হয় যে, ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি জেলায় দিনের নির্ধারিত বিষয়ের বদলে ভিন্নদিনের ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র হলে বিতরণ করা হইয়াছিল। এ অসতর্কতার ফলে সরকারকে বড় ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় পড়িতে হয়। নূতনভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। গত বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া নির্দেশে বলা হয় যে, ইহার ফলে একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারী লাভবান হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহা শিক্ষা প্রশাসনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিয়াছে। সচিব এ ধরনের অপকর্মরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশের সময় দেহতল্লাশী, পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র কেন্দ্র সচিবের জিম্মায় নেওয়া, ভিজিলেন্স টিম গঠন, ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ দেওয়া হয়। নকলপ্রবণ কেন্দ্রে অধিক পুলিশ ও প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষা চলাকালে কোন কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হইলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি চলিলে কেন্দ্রের চলতি পরীক্ষা বাতিল এবং ভবিষ্যতের জন্য কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। উত্তরপত্রসমূহ নিরাপদভাবে প্যাকিং ও সীলগালা করিয়া প্রতিদিন বোর্ডে পাঠাইতে হইবে। সচিব তাহার পত্রে উল্লেখ করেন যে, এ ব্যাপারে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ খুব বেশী মনোযোগী হয় না।

প্রবেশপত্রে ভুল

ঝালকাঠি সংবাদদাতা জানান, এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য যশোর বোর্ড হইতে স্থানীয় কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরিত অসংখ্য প্রবেশপত্রে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য তালিকায় মারাত্মক ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ায় শত শত ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। 'ব্যাপারটি বেশী ঘটিয়াছে বিশেষতঃ অনিয়মিত তথা পুরাতন কোসে অংশগ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট তালিকা ও প্রবেশপত্রে দেখা যায়, অনিয়মিত (অাঁ) পরীক্ষার্থীর নামের বিপরীতে ছাপা হইয়াছে বিভাগোন্নয়ন (অু)। অন্য কথায় '৯৭তে ফেল করা বা পরীক্ষা না দেওয়া ছাত্রকে ইতিমধ্যেই এসএসসি পাস দেখাইয়া বিভাগ উন্নয়নের জন্য সে পরীক্ষা দিতেছে বলিয়া বোর্ড স্বীকার করিয়া নিয়াছে।

ঝালকাঠি সরকারী বালক বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মানিক লাল শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে জানানো হয় যে, আদৌ ফরম পূরণ করা হয় নাই এমন একজন ছাত্রের নামে প্রবেশপত্র আসিয়াছে (মোঃ শাখাওয়াত খলিফা), অথচ 'ফরম' পূরণ করা ছাত্রের নামে (আসিফ আহমেদ পিং আব্দুর রহিম) প্রবেশপত্রই আসে নাই।

এ ব্যাপারে বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, এই ভুলত্রুটির ব্যাপারটি ঘটিতেছে প্রধানতঃ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে। আর কম্পিউটারের ব্যাপারে বোর্ডের কিছু করণীয় থাকে-না। তবে এরূপ ঘটনা যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বোর্ডে আসিয়া তাহা সংশোধন করাইয়া নিতে পারেন। ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহও দায়ী হইতে পারে বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কুমিল্লা হইতে সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় ১,২৩,৩২২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করিবে। বোর্ডের অধীন ১০টি জেলার ১৬৮টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

ফলাফল বাতিল

এদিকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্য হইতে ৭৫০ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করিয়াছে। ইহাছাড়াও ফলাফল প্রকাশিত ২১৬ জন পরীক্ষার্থীকে শোকজ করিয়া চিঠি দিয়াছে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে তাহারা শিক্ষা বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন কার্ড জমা না দিলে তাহাদের ফলাফলও বাতিল হইবে।